জেলেদের "আইনগত অধিকার এবং জীবনমাণ উন্নয়ন " শিরোনামে

গবেষণা প্রকাশ সেমিনারের **প্রতিবেদন**

তারিখ : ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭

স্থান : সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা ।

জাতীয় অর্থনীতিতে জেলেদের অবদানের মূল্যায়ণ এবং স্বীকৃতি চাই

আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিগণ, বিশেষ বক্তাগণ ও সঞ্চালকের ছবি, স্থিরচিত্র করেছেন, আবারুল ইসলাম, কোস্ট ট্রাস্ট । সিরডাপ ।। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

উপকূলীয় জেলেদের মৎস আহরণ, বিপণন এবং জীবিকায়ণ নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসন, পুলিশ, কোস্ট গার্ড এবং জেলেদের সমন্বয়ে বিশেষায়িত প্রশাসনিক কাঠামো ও ডাটাবেজ প্রয়োজন।

ভূমিকা : কোস্ট ট্রাস্ট কমিউটিনি লিগ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় জেলেদের "আইনগত অধিকার এবং জীবনমাণ উন্নয়ন " শিরোনামে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে, গবেষণাটি পরিচালনা করেন রেশাদ আলম । প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য এ সেমিনারের আয়োজন করা হয় । কোস্ট গবেষণা করে দেখেছে যে, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে মৎস খাত প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মৎসখাত থেকে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩%, জিডিপির ৪.৩৭% এবং মোট কৃষি খাতের ২৩.৭% ভাগ অর্জিত হয় (১)। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মোট বার্ষিক মৎস উৎপাদন ছিল ৩৪,১০,২৫৪ মেট্রিক টন এবং ইলিশের উৎপাদন ছিল ৩.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন যা দেশে মাছের মোট উৎপাদনের ১১% এবং জিডিপির ১% (Sharker et all, Fish Aqua J 2016 7.2)। মাছ বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাবারের অন্যতম একটি উপাদান যা প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০% সরবরাহ করে।

স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনের পরেও দেশ জেলেদের আহরিত মাছের উপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেশজ মাছের উৎপাদন ১০-১২ টি উপকূলীয় জেলাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। প্রতি বছর ভোলা জেলা সারা দেশের মধ্যে একক ভাবে সর্বোচ্চ মাছ এবং একই সাথে ইলিশ মাছ আহোরণ করে থাকে। এর ফলে ভোলা জেলা এবং এর সকল উপজেলাসমূহ ক্ষুদ্র জেলেদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। আর এই কারণের সমগ্র উপকূলীয় এলাকা এবং এখানের জেলে সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ভোলা জেলাকে এই জরিপের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই এখানের জেলেদেরও পরিবারের ভরণপোষণ করার জন্য মাছ ধরা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প উপায় নেই। মূল ভূখন্ড হতে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে এখানের জেলেরা অধিকাংশ সময়েই জীবিকার নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং প্রায়ঃশই ন্যায় বিচার এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি কর্মকান্ডের সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

সুবিধাবঞ্চিত অসহায় দরিদ্রগোষ্ঠীর ন্যায় বিচারের জন্য সহযোগিতা করার লক্ষ্যে কোস্ট ট্রাস্ট যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে "কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিস" এর সহায়তায় "নিরাপত্তার জন্য ন্যায়বিচার: কমিউনিটির জন্য আইনী সেবা প্রদানের একটি উদ্যোগ" সংক্রান্ত প্রকল্পটি ভোলা জেলার ২৫ টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির পক্ষথেকে উপকূলীয় জেলেদের নিরাপত্তা ও আইনগত অধিকার রক্ষা বিষয়ে এই গবেষণা কার্যটি পরিচালিত হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনে উপকূলীয় এলাকায় মৎস সম্পদের গুরুত্ব এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান, ভোলা জেলার জেলেদের আর্থ-সামাজিক জীবিকা , জেলে সমাজের সার্বিক সমস্যাসমূহ , আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি , ইলিশ সংরক্ষণ এবং আর্থিক অনুদান, টিকে থাকার জন্য জীবিকার কৌশল, করণীয় সমূহ , নীতিমালা বাস্তবায়নসহ সুনির্দিষ্ট কতিপয় সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে ।

সেমিনার : ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৭:==========

সিরডাপ মিলনায়তনে **জাতীয় অর্থনীতিতে জেলেদের অবদানের মূল্যায়ণ এবং স্বীকৃতি চাই এই দাবিতে । সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন,** জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস ও প্রানী সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, জনাব মুহাঃ গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস, এমপি, সদস্য মৎস ও প্রানী সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও জেরম স্যারে, টিম লিডার, কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস, ডিএফআইডি।

বিশেষজ্ঞ বক্তা ছিলেন, জনাব গোলজার হোসেন, উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ড. আনিচুর রহমমান, ((পিএইচডি), প্রধান গবেষক, চাঁদপুর ইলিশ গবেষণা কেন্দ্র, ড. মোঃ নাহিদুজ্জামান, প্রজেক্ট ম্যানেজার, ইকো ফিস প্রকল্প, ওর্য়াল্ড ফিস ।

অতিথি বক্তা ছিলেন, ইসরাইল পন্ডিত, সভাপতি জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী কমিটি, আনোয়ার হোসনে, সাধারন সম্পাদক, জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী কমিটি, জনাব, জামিল এইচ চৌধুরী , নির্বাহী পরিচালক এএইডি, জনাব, হারুন আর রশিদ নির্বাহী পরিচালক, লাইট হাউস, ফারুকুল ইসলাম, লেফটেন্টে কমান্ডার, কোস্ট গার্ড ।

অতিথি ছিলেন: রেজাউল করিম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,ভোলা। মোঃ আব্দুল লতিফ, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা । মোহম্মদ নুরুল ইসলাম, জেলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, জাতীয় মৎস্য কমিটি, ভোলা । মোঃ এরশাদ মাঝি, সভাপতি, জেলা মৎস্যজীবী কমিটি, ভোলা, সিএলএস প্রকল্প । মোঃ বশির মাঝি, সম্পাদক, জেলা মৎস্যজীবী কমিটি, ভোলা, সিএলএস প্রকল্প ।সাত্তার মাঝি, সভাপতি উপজেলা মৎস্যজীবী কমিটি, চরফ্যাসন, সিএলএস প্রকল্প । আলমগির হোসেন, সভাপতি উপজেলা মৎস্যজীবী কমিটি, তজুমদ্দিন, সিএলএস প্রকল্প । কবির মাঝি, সভাপতি উপজেলা মৎস্যজীবী কমিটি, মনপুরা, সিএলএস প্রকল্প । নাছিউর রহমান শিপু, সাংবাদিক, প্রতিনিধি, যুগান্তর,ভোলা । হুমাউন কবির, সমন্বয়কারী, সোস্যাল, গ্রামীণ জণউন্নয়ন সংস্থা, ভোলা ।ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া কমীবৃন্দ ।

সেমিনার সঞ্চালনায় ছিলেন সনত কুমার ভৌমিক, পরিচালক কোস্ট ট্রাস্ট: তিঁনি প্রথমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের আসন গ্রহনের পরে সেমিনারের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সবাইকে স্বাগত জানান এর সঞ্চালকের আমন্ত্রণের মাধ্যমে গবেষক তার গবেষণা উপস্থাপন করেন এর পরে মাননীয় নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, প্রতিমন্ত্রী ও প্রাণী, মৎস্য সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে উপকূলীয় জেলেদেও আইনগত অধিকার ও জীবন মান উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন বইটি উন্মোচন করা হয়।

শুভেচ্ছা বক্তব্য : জনাব মোস্তাফা কামাল আখন-সহকারী পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট। তিনি উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীদের সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান বলেন, আজকের সেমিনারের মুল লক্ষ্য হলো জেলেদের আইন ও অধিকার তুলে ধরা। মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা গুলো হয়। সেগুলো তুলে ধরা। তিনি আরো ও বলেন জেলেদের আসামাজিক মর্যদা তুলে ধরার মাধ্যমে টেকসই জীবন নির্ধারণ করতে হবে। তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার , নিপীড়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলদস্যুদের আক্রমণ এসব সমস্যাগুলোর সমাধান কিভাবে দেয়া যায়সেই উপায় খুজেঁ বের করতে হবে। তিনি জনাব সনত কুমার ভৌমিক-পরিচালক কোস্ট ট্রাস্টকে অুনষ্ঠান সঞ্চালন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

গবেষণার সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন গবেষক রেশাদ আলম :----------

তিনি বলেন জাতিয় অর্থনীতিতে ইলিশের যে অবদান সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না। জেলেরা প্রতিবছর প্রায় ১১৪, ৬৪ মেট্রিক টন ইলিশসহ মোট ১৬০.৮০৮ মেট্রিক টন মাছ আহরণ করে। উপকুলীয় এলাকার জেলেরা ইলিশের প্রাচুর্য এবং উচ্চ মূল্যও কারনে এমাছ শিকারেরর উপর র্নিভর শীল।তিনি বলেনও গবেষণার মূলউদ্দেশ্য হলো ভোলা জেলার উপকুলীয় এলাকায় ক্ষুদ্র মৎস্য জীবিদেও জীবিকার বর্তমান পরিস্থিতি এবং তাদের ঝুকি ও দুর্দশার পেছনে কারন সমূহ অনুসন্ধ্যান করা। এ গবেষণার তথ্য প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি উভয়েই উৎস থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। সেকেন্ডোরি ডাটা মূলত ক্ষুদ্রমৎস্য জীবিদের কার্যক্রম সর্ম্পকীত বিভিন্ন দলিল যেমন নতিপত্র,বই, সাময়িকি এবং ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিবেশের বির্পযয় ঝড়,বন্যা, জোয়ারের ঢেউ ইংতাদিও কাছে তারা অসহায় । কক্সবাজার থেকে পটুয়াখালী পর্যন্ত সমগ্র উপকুল জুড়ে জলদস্যুদের প্রভাব খুব বেশি। এবং প্রতিদিনই জেলেরা ডাকাতদের হাতে ধরা পড়ছে। তাছাড়া অসন্তাষজনক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি , ঋন প্রাপ্তীর সুযোগের অভাব, বিকল্প অয় বর্ধক কাজের অভাব। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অভাব। প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিগত কাঠামোর অভাব রয়েছে। মৎস্য বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জেলেদেও তালিকায় শুধু যাদেও জাতীয় পরিচয় পত্র আছে , যাদের বয়স ১৮ বছরের বেশি এর ফলে প্রায় ৫০% জেলে অনিবন্ধিত রয়ে গেছে। ৩-৪ মাস সময়ের জন্য পরিবারের সদস্যকে পরিবার প্রতি ২০ কেজি চাল প্রদান করা হয়। ২০১৩-১৪ মৌসুমে ৩৫৮০০০ মেট্রিক টর ইলিশের উৎপাদন হয়েছে। যা ২০১২-১৩ মৌসুমের তুলনায় ৩৪০০০ মেট্রিক টন বেশি। ইলিশের আবাস্থল সংরক্ষণের ব্যাপক অবদান রাখার পরেও এসব দরিদ্র জেলেরা ন্যায় বিচার প্রাপ্তীথেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জেলে পরিবার গুলোর তালিকা হালনাগাদ কতে হবে। এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্রদের মাঝে খাস জমি বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা নদী ভাংগনের শিকার হয়েছে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোস্ট ট্রাস্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠিরজন্য দাতা সংস্থার সহায়তায় সিভিও প্রতিষ্ঠা জেলেদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রকল্প চালু করতে পারে। যা জেলেদের টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।তিনি বিশেষ করে জেলেদের ডিজিটাল ডাটাবেজ করার জন্য জোর দের এবং জেলেদের ট্রাকিং করতে পারলে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে ।

কোস্ট ট্রাস্ট ও নিরাপত্তার জন্য ন্যায় বিচার প্রকল্প সম্পর্কে উপস্থাপনা

জহিরুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারি, সিএলএস প্রকল্প-কোস্ট ট্রাস্ট। তিনি প্রকল্পের কোস্ট ট্রাস্ট ও সিএলএস প্রকল্পের কার্যক্রম এবং অর্জন সমূহ তুলে ধরেন। কোস্ট ট্রাস্ট ১৯৯৮ সাল থেকে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ৮৮৮ জন এবং নারী ৬৮২ জন মোট ১৫১৭ জন কর্মী রয়েছে। তিনি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অধিপরামর্শ কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন।কোস্ট ট্রাস্ট উপকূলীয় ভূমি রক্ষায় স্থানীয় বেড়িবাধ নির্মাণ, মৎস্যজীবিদের মৌলিক অধিকার ও জেলে নৌকা রেজিষ্ট্রেশন ও নিরাপদ নৌপথ বাস্তবায়ন করে আসছে। কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের মূল লক্ষ হলো সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে বিনামূল্য আইনগত সহায়তা করা। এটি ভোলা জেলার ৩টি উপজেলা যথা চরফ্যাসন, মনপুরা এবং তজুমদ্দিন উপজেলার আওতাধীন ২৫টি ইউনিয়নে ২০১৩ থেকে মার্চ-২১০৭ সাল পর্যন্ত কাজ করবে। আইনগত অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য কোথায় যেতে হবে সেম্পর্কে সতথ্য দিচ্ছে । উঠান বৈঠক, বাড়ি বাড়ি পরিদর্শ, চায়ের দোকানে সভা, স্কুল শেসন, বিভিন্ন শিখনীয় উপকরণের মাধ্যমে আইন বিষয়ে সচেতন করছে। যাতে তারা তাদের প্রয়োজনে আইনগত সেবা নিতে পারে। এপর্যন্ত ৫৫৩৩২৩ জনকে নির্দিষ্ট আইনগত বিষয়ে সচেতন করেছে এবং ২৬৯০ জনকে আইনগত তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করছে। ২৫টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যাতে তারা গ্রাম আদালত ও সালিশ পরিষদ পরিচালনা করতে পারে। প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯ গ্রাম আদালত ও সালিশ পরিষদ স্বচল করা হয়েছে। এবং ৩১ জানুয়ারী ২০১৭ প্রতিবেদন অনুসারে গ্রাম আদালত ও সালিত পরিষদের মাধ্যমে ৩১টি অভিযোগ নিস্পত্তি হয়েছে। ৩ জন প্যানেল এডভোকেটের মাধ্যমে ৪৯০ জনকে সুবিধাভোগীকে আইনগত পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর কাছে ৪২টি নারী ওশিশু বিষয়ক অভিযোগ হস্তান্তর করেছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা কেন্দ্রে ২৯১ টি অভিযোগ প্রেরণ করা হয়েছে। ১৭৫ জন জনসংগঠন সদস্যেদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠঅনের ৩৩০০জনকে শিক্ষক ও শিক্ষাথীদেরকে সচেতন করা হয়েছে। ১০০জন স্থানীয় জেলেদের নিয়ে উপজেলা ও জেলা মৎস্যজীবি কমিটি গঠন করেছে। এবং তাদেও আইনগত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তারা কি করবে কি করবেনা। গত ৪ জানুয়ারি-২০১৭ ইং তারিখে **ভোলা জেলা সেমিনারের সুপারিশ সমূহ নিম্নরুপ।**

১. জেলেদের আইন সহায়তার জন্য কোন এনজিও বা মৎস্য অধিদপ্তরকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেয়া।

২. কারেন্টজাল যারা উৎপাদন করে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা ।

৩. স্থানীয় চেয়ারম্যানদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা। জেলে তালিকা পুনবিন্যাস করতে করা ।

৪. ভিজিএফ এর টাকা সরাসরি মোবাইল/ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে দেয়া।

৫. কোস্ট গার্ডকে ক্যাম্প সম্প্রসারণ করা বিশেষ করে ঢালচর, চরকুকরী, চর পাতিলা, চরকলাতলী ও চর জহির উদ্দিন।

৬. মাছ ধরা বন্ধথাকাকালীন ব্যাংক বা সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলো ঋণের কিস্তি বন্ধ রাখা।

৭. জেলেদের মাছ ধরার উপকরণ জ্বাল, অভিযানের সময়ে আইন শৃংখলা বাহিনী কর্তৃক তুলে আনা।

৮. জেলেদের অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য একটি হট লাইন নম্বর চালু করা ও ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী করা।

বিশেষজ্ঞ অতিথিদের বক্তব্য :

জনাব ড.আনিচুর রহমান-পিএইচডি, গবেষক প্রধান চাঁদপুর ইলিশ গবেষণা কেন্দ্র : তিনি বলেন কোস্ট ট্রাস্ট যে গবেষণা করেছে আমি তাতে একমত জানাই এবং এটি সময়উপযোগি পদক্ষেপ । আমি গবেষণার প্রথম পর্যায়ে দেখেছি গবেষণা করে কোন কাজে আসে না। তখন ভাবতাম অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত হলে ভালো হত। সরকার ও স্থানীয় নেত্রীবৃন্দের ফলে আজকের এই গভেষণা অনেক ফলপ্রসু হয়েছে। যে সমস্ত জেলেরা হত দরিদ্র তাদের জন্য টেকসই কিছু করার হচ্ছে । এটাকে আরোও জোড়ালো করার জন্য লিডারশীপ তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন ইলিশ মাছের চলাচল হচ্ছে ভোলা। মধ্যসত্বভোগীতের হাত থেকে জেলেদের বাচাঁতে হবে। এনজিও প্রতিষ্ঠান সচেতনতার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। বিশেষ করে আইনী সহয়তা দিতে হবে। ২০০৯ সাল থেকে ইলিশের উৎপাদন বেড়ে চলছে। যার ফলে ২০১৬ সালে রের্কড সংখ্যক উৎপাদন হয়েছে। যা জাতীয় আয়ের বিরাট একটি অবদান রয়েছে।

ড. মোঃ নাহিদুজ্জামান (পিএইচডি), প্রজেক্ট ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ফিস: তিঁনি বলেন জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা ইকোফিসের মূল লক্ষ্য। কিভাবে নদী সম্পদ রক্ষা করা যায় । এজন্য তারা গবেষণা কাজ করে। ৯ টি উপকূলীয় উপজেলা ১২০টি গ্রামে কাজ করছে ইকোফিস এবং ১৫ হাজার চিন্হিত করেছি। হিলশা ফিসে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং ইলিশ মাছের ব্যবসার সাথে জড়িত তাদেরকে হিলশা কার্ড নামে নাম দিয়েছি।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ৮০টি গ্রামে কমিউনিটি পিএসটি গ্রুপ গঠন করেছি। চাঁদপুরে ৯টি গ্রামে সঞ্চয়ের জন্য ফান্ড তৈরি করেছি। তারা সঞ্চয় করতে ২৫ হাজার টাকা এতে প্রজেক্ট থেকে ২৫ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হবে। জেলেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাটকা ফোর্স সম্পৃক্ত করেছি। গত মৌসুমে ইলিশের বামপার ফলন হয়েছে। সেটা জেলেদের অবদান। জেলেদের ৮ মাস জাটকা ধরার অবরোধ মেনেছে। তিনি আরোও বলেন আমরা মন্ত্রি মহোয়ের নির্দেশে সাড়ে তিন কোটি টাকার ইলিশ কনজারবেশন ফান্ড তৈরি করেছি জেলেদের কল্যাণের জন্য৷৷ তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করছি। ভোলাতে কোস্ট ট্রাস্ট ইকোফিসের সহযোগি সংস্থা ।

জনাব গোলজার হোসেন উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর:

তিনি বলেন আমি ২ জন গবেষককের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করছি। জেলের উন্নয়নের আইনগত সহায়তা যেন পেতে পাড়ে সরকার তা হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার জনকে জাতয়ি পরিচয় পত্র দিয়েছি। এটি স্বচ্ছভাবে করার জন্য কমিটি রয়েছে। তিনি আরোও বলেন গত বছরের ২২ দিনের অবরোধের সুফল আপনারা পেয়েছেন। আমরা

অনুমান করতেছি যে, ৪ লক্ষ মেট্রিক টন ইলিশ এ বছল উৎপাদন হবে। জেলেদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমরা এমপি, মন্ত্রী সবাই কাজ করছে। এভাবে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে গেলে মৎস্য উন্নয়ন সম্ভব হবে। কারেন্ট জালের ফেক্টরি বন্ধের কার্যক্রম চলছে। পার্শ্ববর্তী দেশের জাল আসা এখনও বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।মোট কথা আমরা তাদেরকে সচেতন করলেই হবে না। জেলেদের আইনের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন হতে হবে। যদি মাছ ধরা বন্ধ রাখেন তার ফল জেলেরাই লাভবান হয় এ জন্য জেলেদের সংগবদ্ধ হতে হবে । পাশাপাশি এখন প্রশ্ন উঠেছে জেলেদের তালিকা যাচাই করা প্রয়োজন । তালিকা করা আছে এটি প্রথম সফলতা তাই সময়ের সাথে সাথে এটি পরিবর্তন সংশোধন করতে হবে । তিনি কোস্ট ট্রাস্টকে জেলেদের কাছে থেকে আরো কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেন ।

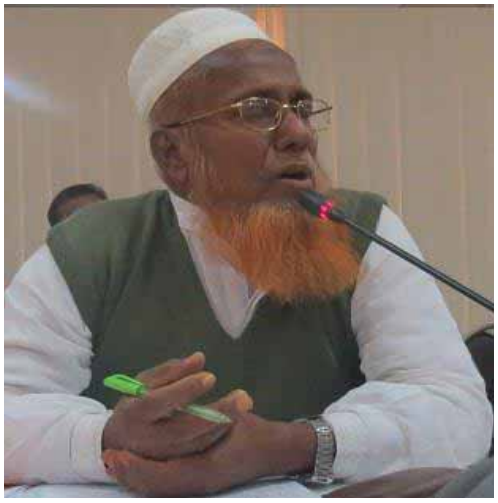

মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, মৎস্যজীবি কমিটি, ঢাকা :

তিঁনি বক্তব্যের শুরুতেই গবেষনার মতামত দেন। তিনি বলেন আলোচনার মৎস্যজীবীদের আইনগত অধিকার থাকলেও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারী কোন সহায়তা তারা সঠিকভাবে পাচ্ছে না। জেলেরা ঠিকভাবে চাল পাচ্ছে কিনা তা সরকারকে ভাবতে হবে। যাদের দায়িত্ব দিয়েছে তারা ৪০ কেজির পরিবর্তে ৩০ কেজির বেশি দেয় না আবার ৪ মাসের চালের স্থানে দুইমাসের চাল দেয় তাও আবার পরিমানে কম। জেলে আইডি কার্ডের তালিকা করার সময়ে শিক্ষকদের সাথে জেলে প্রতিনিধি দিলে সঠিক জেলে তালিকায় আসতো তা না করে শিক্ষক ও ইউনিয়ন পরিষদ মিলে যে তালিকা করা হয়েছে তা সঠিক হয়নি এখানে অনেক জেলে বাদ পরেছে যারা আইডি কার্ড পায়নি । আবার জেলেদের মধ্যে অনেকে আছে ১৮ বছরের নীচে তাই তারা ভোটার না হওয়ার কারনে আইডি কার্ডের আওতায় আসেনি।কারেন্ট জ্বাল বিদেশে নাকি দেশে হচ্ছে তার সঠিক তথ্য জানা যায় না, উৎপাদন বন্ধে একটি আদেশ হলেও তা উৎপাদনকারীদের রীটের ফলে স্থগিত হয়েছে তাই উৎপাদন বন্ধ হচ্ছেনা এ ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের তেমন কোন ভূমিকা দেখা যাচ্ছেনা। আমরা বেরীবাধে থাকি আমাদের নামে কোন খাস জমি বরাদ্ধ নেই। সরকারের কাছে আবেদন কিন্তু সেটা কারো বক্তব্যে আসেনি। নদী আমার ভূমি আমার আমরা এটা রক্ষা করতে চাই এই সম্পদ আমরা ভোগ করতে চাই। এর মধ্যে প্রভাবশালীদের পতিরোধ করতে হবে। আমাদের নামে জীবন বীমা করা হউক মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়গুলো ভেবে দেখবেন ।

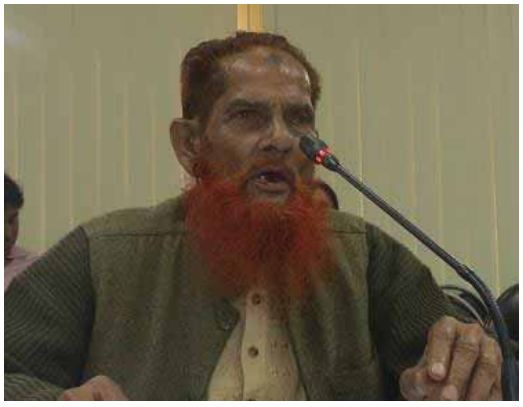

ইসরাঈল পন্ডিত, সভাপতি, জাতীয় মৎস্য জীবি কমিটি

জনাব বলেন প্রথমে সেমিনারের আয়োজককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন মৎস্যজীবীদের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সঠিক সমাধানের আবেদন নিবেদন জানাচ্ছি। তিনি বলেন মৎস্যখাতকে শিল্প করা হউক। মৎস্যজীবিদের মৎস্য ব্যাংক করার সুপারিশ করেন। কোস্ট গার্ডের সংখ্যা সীমিত থাকার কারনে সঠিক সহযোগিতা করতে পারছে না। তাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।তিনি বলেন জলসদ্যুরা যে ভ্যাসেল ব্যবহার করেন তার চেয়ে অনেকগুন কম শক্তিশালী তাই তারা সহজে জলদস্যুদের ধরতে পারেনা । নিজেদের পর্যাপ্ত ভ্যাসেল না থাকার কারনে তারা অভিযান পরিচালনা করতে পারেনা

। তাই কোস্ট গার্ড ও র‍্যাপ দিয়ে যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করলে জেলেদের নিরাপত্তা দেয়া যাবে । তিনি বলেন জেলেদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য জেলে সংগঠনগুলোকে আরো শক্তিশালী হতে হবে কেননা জেলেরা যদি নিজেরা শক্তিশালী না হয় তাহলে তাদের অধিকার আদায় হবেনা । তিঁনি আরো বলেন জেলেদের শিক্ষার জন্য সরকার ও এনজিওদের একসাথে কাজ করা উচিত ।

ভোলা জেলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম: তিনি বলেন মৎস্য রপ্তানীতে জাতীয় আয়ের ৩ % অবদার জেলেরা রাখছে।তার মধ্যে ভোলা অন্যতম মৎস্যজীবিদেরকে জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য কোস্ট গার্ডের পাশাপাশি র‍্যাব বাহিনীকে যুক্ত করা হউক।ভোলাকে স্বীকৃতি দেয়া হোক । মৎস্য পরিবারগুলো চাল পাচ্ছে না চেয়ারম্যান মেম্বারদের কারনে, এদেরকে এব্যাপারে সংশোধন করলে জেলেদের অধিকার জেলেরা পাবে। তিনি আরোও বলেন সুন্দর বনের মাছের কোন জড়িপ নেই যেখানে ২৫% আসে সেটা মৎস্যর আওতায় আনতে হবে। ভারত ও মায়ানমারের জেলেদের সাথে ফাউন্ডেশন তৈরি করলে মৎস্য উন্নয়ন আরো সমৃদ্ধ হতো। তিনি বলেন বিশেষ করে ইলিশ উৎপাদনে ভোলার অবদান সারা বাংলাদেশের মধ্যে ৫০% সুতারং ভোলার জেলেদের দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে তাহলে আমরা মাছ উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে ৪র্থ স্থান থেকে ২য় স্থানে যাওয়া সম্ভব হবে ।

জেরম স্যারে, টিম লিডার, কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস : বলেন কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিস ডিএফআইডির অর্থায়নে আইনগত সহায়ত দেবার জন্য বাংলাদেশের ২৬% এরিয়ে কাজ করে, এটি একটি বড় প্রকল্প। এটি যুক্ত রাজ্যেও অর্থায়েন পরিচালিত হচ্ছে। ১৮টি পার্টনার এর মাধ্যমে রিমোট এলাকায় কাজ করে এর মধ্যে কোস্ট ট্রাস্ট অন্যতম। কর্মএলাকার মধ্যে ৩০ লক্ষ্য মানুষকে সেবা দিচ্ছেন। বিশেষ করে আইনী সেবা প্রতিষ্ঠানের কথা বলেন, তিনি বলেন এখানে অনেক অভিজ্ঞ এনজিও কাজ করে যারা দীর্ঘদিন ধরে আইন নিয়ে কাজ করে যেমন বেলা, ব্লাস্ট, মহিলা আইনজীবী সমিতি, মাদারীপুর লিগ্যাল এইড আজকের এ আয়োজরে বিষয়টি উক্ত এনজিওদের সমন্বিত উদ্যোগ হতে পারে। কোস্ট ট্রাস্ট যে গবেষণা করেছে সে বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সুযোগ রেয়েছে এ প্রকল্পটি ২০১৭ মালের মার্চ মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে তবে সিএলএস ২য় পর্বে এ বিষয়গুলো নিয়ে আরো কাজ করা যেতে পারে ।

জনাব ফারুকুল ইসলাম, লেফটেন্টে, কোস্ট গার্ড প্রতিনিধি:

বলেন ভোলাতে ১৪টি আউট চ্যানেল নিয়ে কাজ করছি। ৭টি সিসিএমসি আছে। যা ইউএস ফান্ড আর্মি সহযোগিতা দিচ্ছে আমাদের এখন কাজশুধু জেলেদের আইনগত সহায়তা দেয়া নয় । যদি কোন জেলে দুর্যোগের মধ্যে পরে তাকে কিভাবে উদ্ধার করতে হবে সে বিষয় আমরা প্রশিক্ষণ নিয়েছি যা উপকূলীয় জেলেদের জন্য কাজে আসবে ।

আমরা শুধু জেলেদের বন্দি করি কিন্তু আইন সহায়তা দিতে পারিনা বর্তমানে ৪ জন আইনজীবি কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে যারা জেলেদের আইনগত সহায়তা দেবে, যাদের

মধ্যে একজন ভোলা রয়েছেন (**মাহাবুবুল করিম ০১৭৬৬৬৯০৬১৪**) ইচ্ছা করলে ভোলার জেলেরা তার কাছ থেকে আইনগত ।

কোস্ট গার্ড এবং র‌্যাব এক সঙ্গো কাজ করছে যার উদাহর সুন্দর বণে ৯টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে, অনেক ডাকাত আত্নসর্ম্পন করেছে যা র‌্যাপ ও কোস্ট গার্ডের উদ্যোগ । তিনি বলেন ঢালচর ও চরকুকরীতে সাব ক্যাম্প করার কাজ চলছে সেটি হলে জেলো আরো সুবিধা পাবে বিশেষ করে নিরাপত্তা জনিত বিষয় এছাড়া তিনি বলেন আজকে যে সুপারিশ দেয়া তা তিনি অফিসে কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করবেন যাতে আরো ভাল সেবা দেয়া যায় । সর্বশেষে তিনি সকলের আরো সহতায়তা চাচ্ছেন।

ঃ- প্রধান অতিথির বক্তব্য ঃ-

জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, মাননিয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ :

তিঁনি বলেন ভোলাকে কেন্দ্র করে মৎস্য সম্পদ আবর্তিত হচ্ছে। যেখানে ইলিশ আলোচিত, প্রধান মন্ত্রী ৩.৫ কেজির একটি ইলিশ মাছ পেয়েছেন তা এসেছে ভোলার মনপুরা থেকে। জেলেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে খাপ খেয়ে জলদ্যুদের মোকাবেলা করে জেলেরা যুগ-যুগ ধরে মাছ আহরন করে আসছে। জেলেদের সমস্যাকে সুষ্ঠভাবে সমাধানের দিতে হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রানালয়ের, ভুমি মন্ত্রনালয়, নৌ-মন্ত্রনালয় চুক্তি ও মৎস্য-প্রাণি সম্পদ মন্ত্রনালয়'র মধ্যে চুক্তি/আইন ও বিধিমালা প্রনয়ণ করতে হবে। এভাবে করতে পারলে নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা যাবে । তিঁনি জেলেদের উদ্দেশ্য বলেন আমাদের অধিকার ও মাছ সংরক্ষণ সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। তানা হলে সুষ্ট সমাধান হবে না। এব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। কোস্ট গার্ড র‌্যাব ছাড়াও নৌবাহিনী, পুলিশ, ডিসি, ইউএনও রয়েছে । আমি মনে করি প্রথমত জেলেদের আত্নসচেতন ও আত্নী র্নভরশীল , নেতৃত্ব উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জেলেদের নিজেরা সচেতন হলে উন্নয়ন সম্ভব। মৎস্যজীবীদের তালিকা অবশ্যই হালনাগাদ করা হবে। স্থানীয় প্রভাবশালী ও চেয়ারম্যানদের কারণে সেগুলো সমাধানের জন্য মৎস্যজীবীদের সংগঠিত হতে হবে। এসএমএসর বা ব্যংক একাউন্টের মাধ্যমে জেলেদের চালের পরিবর্তে স্ব স্ব ব্যাক্তির কাছে টাকা হস্তান্তর করার চেষ্ঠা করবো। মৎস্যজীবিদের তালিকা ইউনয়ন পরিষদে রাখা উচিত। যাতে যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সময়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করা যায়। জেলে পরিবারগুলোকে শিক্ষা সচেতন করে তুলতে হবে।তাদের অধিকার তখন তারাই বুঝে নেবে। বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী ও এনজিও গুলো তাদের কাজের মাধ্যমে জেলেদের সচেতনার মাধ্যমে স্বাভলম্বি করে তুলতে হবে। মাছ না ধরার ফলে যে টাকা জিডিপিতে যোগ হয় সেখান থেকে আরো বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।

জেলেদের মধ্যে এই মনোবল সৃষ্টি করতে হবে যে, আমরা এ জলমহলের মালিক। আমরা জেল হাজতে যাব কেন?। আমাদের অধিকার আমরা আদায় করে নিবো। জেলেদেরকে আইনী সহায়তা দিতে হবে। তিনি আরোও বলেন আমাদের উন্নয়ন উপায় হচ্ছে মাছ। আমরা মাছ অর্জনে ৪র্থ অবস্থানে আছি এটাকে ২য় অবস্থানে নিতে হবে। জেলেরা যাতে ভবিষতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখতে পারে সেজন্য জীবন বীমা একটি প্রজেক্টও মাধ্যমে দিতে পারি। উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে ভোলায় খাচায় মাছ চাষ করা যায় কিনা ভেবে দেখা উচিত। মৎস্য উন্নয়নের জন্য ইলিশের পাশাপাশি মিস্টি পানিতে চিতল চাষ করতে পারি।মৎস্য উৎপাদন চাহিদা পুরুনে আমরা ব্যাপক কাজ করছি। আশা

করি আমাদের মৎস্য সম্পদ জাতীয় অর্থিনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমরা একটি হটলাইন চালু করতে পারি যা কাজে দেবে । এছাড়া সু-স্পষ্ট ভাবে জেলেদের জন্য আরো কি কি করা যায় সে প্রস্তাব পেলে আমরা স্থায়ী কমিটি ও মন্ত্রী পরিষদ বিবেচনা করতে পারবো তাই এ বিষয় আরো আমরা বৈঠক করতে পারি এনজিও-জেলে সমিতির সাথে বসে জেলেদের আইনগত অধিকার, শিক্ষা, সচেতনতা ও জীবন মান উন্নয়নে করনীয় ঠিক করা যেতে পারে । তিনি আরো বলেন জেলে/মাছ ব্যবস্য একটি সফল পেশা । এ পেশাকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

জনাব রেজাউল করিম , জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ভোলা ঃ তিনি বলেন নিবন্ধিত ১ লক্ষ ২০ হাজার জেলের মধ্যে ৫২,১৪৯ জন জেলে চাল পেয়েছে । তিনি জেলেদের কে মার্চ ও এপ্রিল এ দুই মাস মাছ ধরা বন্ধ রাখতে বলেন । ইকোফিস প্রকল্প যতগুলো গ্রাম নিয়ে কাজ করছে সে ধরনের লোক বল নাই । মৎস্য অধিদপ্তরের লোক-বল বৃদ্ধি করা দরকার ভোলা জেলার সমস্ত শুন্য পদ পুরন করা হোক । জেলেরা এখনো নিজেরা সংগঠিত হতে পারে নাই। জেলেদেও উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সমস্যার সমাধান হবে। জেলেদেও অনিহার কারনেও তালিকা ভুক্ত করা হয় নাই।তারা ভাবে এখানে সময় নষ্ট না করে নদীতে মাছ ধরলে লাভ হবে । এতে তারা তালিকা করা থেকে বাদ পরে। জেলেদের আইডিকার্ড হলেই জেলে হিসাবে স্বীকৃতি পাবে । এলাকা ভিত্তিক মিটিং করলে সুফল পাওয়া যেত।

জনাব মোঃ জামিল, নির্বাহী পরিচালক ,এ্যকশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) ঃ তিনি বলেন তৃনমুল থেকে যারা এসেছেন তাদের কথা শুনে সমৃদ্ধ হয়েছি । যে বইটি উম্মচন করা হয়েছে সে সর্ম্পকে বলেন বইটিতে যদি কোথায় কোথায় ন্যায়বিচার পাওয়া যায় সে বিষয় উল্লেখ থাকলে ভাল হত।জেলেদের জন্য আলাদা কোন ফান্ড করা যায় কিনা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিন্তা করা উচিৎ। প্রথমে ব্যানারের বিষয়বস্তু নিয়ে একটু চিন্তিত হলেও শেষে একটি শিক্ষা হয়েছে যে, আলোচনার মধ্য থেকে একটি শিরোনাম নিয়ে ব্যানারে দিলে তা সহজে উপস্থাপন করা যায় । তিনি কোস্ট ট্রাস্ট কে এই গবেষণার জন্য ধন্যবাদ জানান । আরো বলেন এ বিষয় আরো কাজ করার সুযোগ আছে।

হারুন-অর রশিদ, নির্বাহী পরিচালক, লাইটহাউজ

তঁনি বলেন আরো কি ভাবে জেলেদের আইন সহায়তা আরও বৃদ্ধি করা যায় সেটা ভাবা উচিৎ। তৎক্ষনাত সমাধানের জন্য ব্যবস্থা নিয়ে সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য আইনশৃংখলা জোরদার করা দরকার। আজকে প্রায় সকলেই তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পেরেছে এটা একটি সেমিনারে সফল বিষয় আমি নিজেও অনেকগুলো বিষয় জানলাম যেটা আমার জানা ছিলনা এ বিষয় আরো জানার আগ্রহ তৈরী হয়েছে । তিঁনি বলেন, কতজনের ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে তা নেই ।

জনাব, মো: আবুল কাসেম মাঝি, সাধারন সম্পাদক ভোলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি:

বলেন, ২০০৯ সালে জেলেদের আইডিকার্ড সর্ম্পকিত আইন প্রনয়ন করেছে সেখানে একজন জেলে প্রতিনিধি রাখার কথা থাকলেও তা রাখা হয়নি ইউনিয়ন পরিষদ ও শিক্ষকরা তালিকা করেছে যেখানে মৎস্য অধিদপ্তর ও যুক্ত ছিলনা তাই কিছু সিদ্ধান্ত আজও পরিপুর্ন ভাবে বাস্তবায়ন হয় নাই । আইডিকার্ডের স্থানীয়দের পরিসংখ্যান ঠিক করা দরকার। পেশাগত মৎস্য জীবিদের অধিকার আদায়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা উচিৎ । জেলেদের আরো প্রশিক্ষণ দিতে হবে । যখন মাছ ধরা বন্ধ থাকে তাদের জন্য বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে ।

গবেষকের ফিরতি আলোচনা ও প্রশ্নের উত্তর: রেশাদ আলম

তিনি বলেন কেস্ট ট্রাস্ট মৎস্যজীবীদের আইনগত অধিকার ও জীবনমান নিয়ে গবেষণা করেছেন এটা কোন সার্ভে নয় । তাই আমরা উল্লেক করিনি যে কতজনের সাথে কথা বলেছি খানা জড়িপ করেছি কিনা । এখানে আমরা ৪টি এফজিডি করেছি আর সকল শ্রেণির লোকজনের সাথে ইন্টারভিউ নিয়েছি বিশেষ করে যারা জেলেদের সাথে জড়িত সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে সে ক্ষেত্রে , জেলে, সরকারী কর্মকর্তা, এনজিও, কোস্ট গার্ড, পুলিশ ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি কথা বলে প্রতিবেদনটি তৈরী করেছি।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

শওকত আলী টুটুল ,সহকারি পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট

কোস্ট ট্রাস্ট দীর্ঘদিন ধরে জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন জেলেদের জাল ও নৌকার নিরাপত্তার জন্য কাজ করে আসতে, সিএলএস প্রকল্পের শুরু থেকে জেলেদের সাথে নিয়ে আলোচনা করেছি, দল গঠন করেছি তাদের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে জেনেছি । আমরা জেলেদেও তালিকা করেনি তবে ভোলা জেলায় কত তার তালিকা করতে পারব । তিনি আরও বলেন আত্নসচেতনতা সৃস্টির মাধ্যমে নিজেদের অধিকার নিজেরাই আদায় করে নিতে হবে, তিঁনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন অনেকেই কথা বলতে চেয়েছিনের হয়তো সুযোগ হয়নি আবার কেউ হয়তো মন্ত্রীর সামনে কথা বলতে চেয়েছিনের তার পরে বলেছেন । আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের মূল্যায়ন করতে তার পরেও

সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারনে হয়তো কারো কারো জন্য পর্যাপ্ত সময় হয়নি । আপনারা অংশগ্রহন করেছেন এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ ও ধন্য কোন প্রকল্প অসুবিধা হলে সেজন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত । আপনাদের উপস্থিতি আমাদের এ সভাবে সমৃদ্ধ করেছে । অসংখ্য ধন্যবাদ জনাচ্ছি, এর পরে তিনি সঞ্চলককে অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য আমন্ত্রন জানিয়ে শেষ করেন।

পরিসমাপ্তি: সেমিনারের শ্লোগান ছিল জাতীয় অর্থনীতিতে জেলেদের অবদানের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন আর এ মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে প্রথান কাজ হলে জেলেদের মাছ আহরনের জিডিপির ৪০% ভিজিএফবৃদ্ধি করে তাদের মাঝে বিতরন করতে বে এ বিষয় মাননীয় প্রতি মন্ত্রী মহোদয় একমত হয়েছেন এবং বলেছেন এসএমএস মাধ্যমে সহায়তার টাকা জেলেদের সরাসরি প্রেরণ এবং জেলেদেও জন্য হালনাগাদ একটি ডিজিটাল তালিকা প্রস্তুতির জন্য ব্যবস্থা নিবেন বলে জানান। তিনি আরও বলেন কয়েকটি মন্ত্রনণালয়ের মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয়ে মৎস অধিদপ্তরের নেতৃত্ব থাকতে হবে। কোস্ট গার্ডেও প্রতিনিধি জনাব লে. ফারুকুল ইসলাম তাদের সদস্যদের সিভিল আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথা বলেন এবং বেশী গতি সম্পন্ন নতুন ৪ টি জলযান উপকূলীয় এলাকায় নিয়োগের কথা জানান। গবেষক আনিচুর রহমান বলেন জেলেরা স্বেচ্ছায় বন্ধ সময়ে ইলিশ মাছ না ধরার কারণে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি জেলেদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য গবেষনা করার কথা বলেন। ইকোফিসের জনাব নাহিদুজ্জামান জেলেদের জন্য ৩.৫ কোটি টাকার একটি ইলিশ কনজারভেশন ফান্ড গঠনের কথা জানান এবং সরকারের সংশ্লিষ্টদের উক্ত ফান্ডকে আরো বৃদ্ধি এবং তত্ত্বাবধানের আহবান জানান। তিনি ইলিশ থেকে প্রাপ্ত জাতীয় আয়ের একটি অংশ জেলেদের উন্নয়নে বরাদ্দের জন্য আনগত কাঠামো তৈরি কথা বলেন। মৎস্যজীবী নেতা নুরুল ইসলাম বাংলাদেশ ব্যাংক এর অলস টাকা জেলেদের মাঝে ঋণ হিসাবে বিতরণের আহবান জানান। তিনি অভিযোগ করেন যে জেলেদের জন্য দশ হাজার টাকার জাল বরাদ্ধ দেওয়া হলেও কন্ট্রাক্টরগন ৪ হাজার টাকা মূল্যের দুর্বল জাল জেলেদের বিতরণ করেন যা দিয়ে মৎস্য শিকার করা যায় না। জেলে নেতা ইরসাদ পন্ডিত অভিযোগ করেন সরকারী অনুমোদন নিয়ে এবং উপরের ছত্রছায়ায় বড় বড় ট্রলিং জাহাজ উপকূলের খুব কাছে এসে মাছ ধরে ফলে ক্ষুদ্র জেলেরা মাছ পয় না। এ ব্যাপারে তিনি তিনি কোস্ট গার্ড ও মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চান। এখন মন্ত্রণালয়ের সাথে বসে পরবর্তী করনীয় সম্পকে ঠিক করার সময় এসেছে।

মিডিয়া কভারেজ :

The Financial Express

Database for fishermen must: Narayan

http://www.thefinancialexpress-bd.com/2017/02/08/61315/Database-for-fishermen-must:-Narayan

2. The New Nation

Digital database of real fishermen demanded

http://thedailynewnation.com/news/123776/digital-database-of-real-fishermen-demanded.html

3. Daily Observer
Digital database of real fishermen demanded
http://www.observerbd.com/details.php?id=57697

4. New Age: Photo
http://epaper.newagebd.net/09-02-2017/11

5. The Asian Age:
Narayan Chandra stresses database for fishermen
dailyasianage.com/news/47714/narayan-chandra-stresses-database-for-fishermen

6. The News Today

Database for fishermen must: Narayan

Database fohttp://www.newstoday.com.bd/index.php?option=details&news_id=2464030&date=2017-02-09r fishermen must: Narayan

7. The Bangladesh Today

Database for fishermen must: Narayan

http://thebangladeshtoday.com/2017/02/database-fishermen-must-narayan/

8. UNB

Digital database of real fishermen demanded

http://www.unb.com.bd/article/digital-database-of-real-fishermen-demanded

9.COASTAL Bangaladesh
http://www.coastalbangladesh.com/11702

10. BSS

Database for fishermen must: Narayan

http://www.bssnews.net/newsDetails.php?cat=0&id=640780&date=2017-02-08

11.Ntv news

Digital database of real fishermen demanded

http://en.ntvbd.com/business/48563/Digital-database-of-real-fi

প্রস্তুতকারী :

জহিরুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, নিরাপত্তার জন্য ন্যায় বিচার প্রকল্প

কোস্ট ট্রাস্ট ।। প্রকল্প কার্যালয়: কুলসুমবাগ, চরফ্যাসন, ভোলা ।
মোবাইল : +৮৮০১৭১৩ ৩২ ৮৮ ৩১

সমাপ্তি :